শরৎচন্দ্রের

পরিণীতা

অজয় কর পরিচালিত
হেমন্ত মুখার্জি সুরসংযোজিত
চিত্রলিপি ফিল্মস নিবেদিত

শরৎচন্দ্রের পরিণীতা

প্রযোজনা : অজয় কর ও বিমল দে

পরিচালনা : অজয় কর

চিত্র নাট্য : পার্থপ্রতিম চৌধুরী

গীত রচনা : প্রণব রায়

চিত্র গ্রহণ : বিশু চক্রবর্ত্তী

শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল, বাণী দত্ত

শব্দগ্রহণ (বহিঃদৃশ্যে) : ইন্দু অধিকারী

প্রধান কর্মসচিব : ক্ষিতীশ আচার্য্য

ব্যবস্থাপনা : সুদীপ মজুমদার

পরিবেশক সচিব : প্রফুল্ল দত্ত গুপ্ত

প্রচার সচিব : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

অতিরিক্ত সংলাপ : সলিল সেন

" সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া" --অতুল প্রসাদ

সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ

সম্পাদনা : দুলাল দত্ত

শিল্পনির্দেশনা : কার্ত্তিক বসু

রূপসজ্জা : প্রাণানন্দ গোস্বামী

স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও পিকস্

প্রচার শিল্পী : সুধাময় দাশগুপ্ত

নেপথ্য সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়. প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়।

যন্ত্র সঙ্গীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা

সহকারী পরিচালনা : স্বদেশ সরকার, নরেশ রায়, হৃদয়েশ পাণ্ডে।

সহকারী সঙ্গীত পরিচালনা : সমরেশ রায়, বেলা মুখোপাধ্যায়।

অন্যান্য সহকারীগণ:

চিত্রগ্রহণ : কে. এ. রেজা, নির্মল মল্লিক।

শব্দগ্রহণ : ঋষি ব্যানার্জি, অনিল নন্দন, রবীন সেনগুপ্ত।

সঙ্গীত গ্রহণ : জ্যোতি চ্যাটার্জি, গোপাল ঘোষ, এডেল, ভোলানাথ সরকার।

চিত্রপরিস্ফুটন : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চ্যাটার্জি, অবনী মজুমদার।

সম্পাদনায় : কাশীনাথ বসু, পটশিল্পে : রামচন্দ্র সিন্ধে, শিল্প নির্দ্দেশনায় : রবি দত্ত, সাজসজ্জায় : কেদার শর্মা, ব্যবস্থাপনায় : বিজয় দাস, আলোক সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী, সতীশ হালদার, দুঃখীরাম নস্কর, কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস; মঙ্গল সিংহ, সুধীর, অভিমন্যু, অবনী, দিলীপ, সুদর্শন, সন্তোষ, অনিল।

রূপায়নে

শেখর : সৌমিত্র ললিতা : মৌসুমী

গুরুচরণ : বিকাশ রায়, ভুবনেশ্বরী : ছায়াদেবী, গিরীন : সমিত ভঞ্জ

তৎসহ

কমল মিত্র, শৈলেন মুখার্জি, বঙ্কিম ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য্য, খগেন চক্রবর্তী, প্রণব রায়, শৈলেন গাঙ্গুলী সূর্য চ্যাটার্জি, ঋষি ব্যানার্জি, তিনু ঘোষ, বিজয় বসু, কেষ্ট হালদার, দেবাশীষ দাশগুপ্ত, অনুভা গুপ্ত, যমুনা সিংহ, গীতা দে, রমি চৌধুরী, নীরা মালিয়া, মায়া রায়, শৈলবালা, অনিরুদ্ধ, সঞ্জয়, স্নেহাশীষ, শর্মিলা, মৃদুলা, সুনন্দা, সঙ্ঘমিত্রা, ইন্দিরা, শতরূপা, সুতপা, নীতা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীরামগোপাল আগরওয়ালা (ডোমচাচ), শ্রীঅজয় আগরওয়ালা (ডোমচাচ), ডাঃ বৈদ্যনাথ ব্যানার্জি (ডোমচাচ), শ্রীমতী পারুল ব্যানার্জি, (ডোমচাচ), শ্রীপ্রভাত ব্যানার্জি, শ্রীমুরারী চরণ লাহা, পার্ব্বতী বস্ত্রালয়।

এন, টি, ষ্টুডিও নং ১ ও ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে চিত্র গৃহীত।

আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে চিত্র পরিস্ফুটিত ও ওয়েষ্টেক্স শব্দযন্ত্রে সঙ্গীতাংশ গৃহীত ও শব্দপুনর্যোজিত।

বিশ্বপরিবেশনা

চিত্রলিপি ফিল্মস্

গল্পাংশ

কিশোরী ললিতা'-বন্য হরিণীর উচ্ছলতায় ভরপুর। বাপ মাকে হারিয়ে দূর সম্পর্কের মামা গুরুচরণের আশ্রয়ে কলিকাতা এলো। পাশাপাশি দুটি সংসার — একটিতে বাস করেন গুরুচরণ, তার স্ত্রী ও কন্যা আন্নাকালী। অপরটিতে থাকেন নবীন রায়, স্ত্রী ভুবনেশ্বরী এবং দুই পুত্র অবিনাশ ও শেখর। ধনী প্রতিবেশীকে নিয়ে গুরুচরণের মনে কোনও ক্ষোভ নেই। অন্তরের সহজাত উদারতায় ললিতাকেও সে গ্রহণ করে। অস্বচ্ছল সংসারের বেদনা হাসিমুখেই সহ্য করে।

চঞ্চলা ললিতা সব কিছুই যেন আনন্দে ভরিয়ে রাখে—দুটি সংসারের ব্যবধান ঘুচে যায়। ভুবনেশ্বরীকে সে মা বলে ডাকে — চারিত্রিক মাধুর্য্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে তাঁর হৃদয়ে। এ বাড়ীর দায় দায়িত্ব যেন তার নিজের। প্রতিটি কাজেই ললিতার স্পর্শ। যুবক শেখরও যেন নিশ্চিন্ত — তারও কোন ভাবনা নেই। ললিতাই সর্বময়ী কর্ত্রী।

সমাজ বড় নিষ্ঠুর। পরপর দুটি মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করার জন্য নবীন রায়ের শরণাপন্ন হয় গুরুচরণ। বাড়ী বন্দক রেখে তার সাহায্য গ্রহণ করে।

............দিন এগিয়ে চলে। দুটি সংসারের মাঝে দেখা দেয় ভুল বোঝার খেলা। ললিতারবন্ধু চারু আর তার ধনী মামা গিরীন। তাস খেলার মধ্যে গিরীনের সাথে এ বাড়ীর পরিচয় গড়ে ওঠে। যেন অতি আপন, গুরুচরণ কিছুটা স্বস্তি বোধ করে। গিরীন কথা দেয়, গুরুচরণকে সে আর্থিক দায় মুক্ত করবে। ললিতার প্রতি গিরীন যেন আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। শেখরের মনে দেখা দেয় ঈর্ষা।

প্রতিবছর ললিতা ভুবনেশ্বরীর সাথে পশ্চিমে বেড়াতে যায়। এবার কিন্তু তার যাওয়া হয়ে ওঠে না। তার নাকি বিবাহের চেষ্টা চলছে। নিরুপায় ললিতা রুদ্ধ বেদনায় মূক হয়ে যায়।

মাকে নিয়ে শেখর পশ্চিমে যাবে। আগের দিন সন্ধ্যায় আন্নাকালীর পুতুলের বিয়ে। আন্নার অনুরোধে ললিতা চলেছে শেখরের ঘরে। তাকে একটা মালা দিতে হবে। সেদিনের কিশোরী ললিতা আজ যেন যৌবনের অভিসারিণী............হাতে তার পুতুল খেলার মালা। উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে বই পড়ছে শেখর। ধীরে ধীরে পেছন থেকে ললিতা তার গলায় মালা পরিয়ে দেয়। চমকে ওঠে শেখর......পেছন ফিরে তাকায়...ললিতার সামনে দাঁড়ায়।

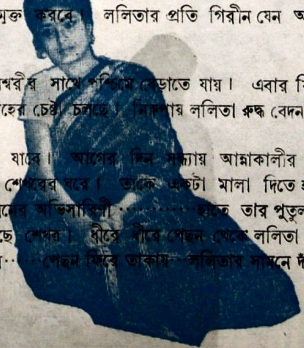

'এর মানে জান? প্রশ্ন করে শেখর। ললিতা নির্বাক, — শেখর প্রতিদান দেয় —নিজের গলা থেকে মালা খুলে নিয়ে ললিতার গলায় পরিয়ে দেয়।

ললিতা প্রশ্ন করে, "আমি তোমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছি বলেই কি এমন করলে?"

শেখর বলে, "না····· আমি বুঝতে পেরেছি, তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না।" পরম আবেগে তাকে বুকে টেনে নেয় শেখর।

কিন্তু মালা বদলের এই ভাব প্রবণতাকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা শেখরের পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়ে গুরুচরণের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায়। ঐ একই কারণে নবীন রায়ের বিষ দৃষ্টিতে পড়ে যায় গুরুচরণ আর ললিতারও এ বাড়ীতে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। অথচ সে ভুলতে পারেনা মালা বদলের সুখস্মৃতি····· । সে যে শেখরের পরিণীতা। ললিতা শুনতে পায় অন্তরের মধুর গুঞ্জন।

স্বাস্থ্য নিবাস থেকে ফিরে আসে শেখর। অনেক কিছু বদলে গেছে। গুরুচরণ নেই —গিরীন বর্তমানে এ বাড়ীর অভিভাবক। শুধু তাই নয়—ললিতার সঙ্গে গিরীনের সম্পর্কটাও যেন অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

·····দিশেহারা শেখর। মনের কোনে ভেসে ওঠে সেই সুখস্মৃতি। খেলার মালা কি ললিতার কণ্ঠে শুকিয়ে গেছে?

(১)

কুসুম দোলায় দোলে শ্যামরায়
তমাল শাখে দোলা ঝোলে ঝুলনে,
শ্যামেরই পাশে শ্রীমতী হাসে
যুগল শশী যেন বৃন্দাবনে,
দোলে কৃষ্ণ মেঘে রাই সৌদামিনী,
হিন্দোলে দেয় দোল ব্রজগোপিনী,
বাজায় নূপুর নাচে ময়ূরী ময়ূর
যমুনা উজান বয় ভরা শাওনে,
দোলে কুঞ্জবনে দুঁহুরঙ্গে বিভোর—
মন জানে কেবা চাঁদ কেবা চকোর
ওই রূপ মাধুরী আঁখি করেছে চুরি
শ্রীমতী শ্যাম দোলে আমারি মনে।

(২)

চাঁদে বুঝি লাগল গ্রহণ রাই করেছে মান
(যার) ফুলের আঘাত সয়না তারে কে হেনেছে বাণ
মান করেছে রাই. আহা রাই করেছে মান,
বলে, কালো রূপ আর হেরিব না,
চোখে কাজল আমি আর পরিব না.
ওই কৃষ্ণ কালো যমুনাতে গাঙ্গরী আর ভরবোনা
(হলো) রাই কিশোরী বৈরাগিনী উদাস দুনয়ান,
ওলো সজনী আয় মানা করে
যেন রয়না সে আর ব্রজপুরে,
ওই কদমতলে বাঁশি যেন ডাকে না আর নাম ধরে,
(দেখি) রাই বিহনে কেমন করে থাকে সে পাষাণ।

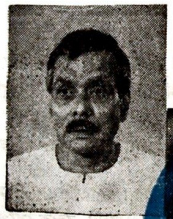
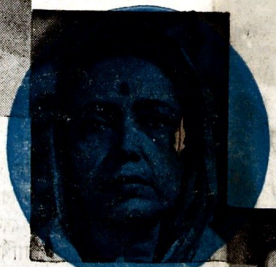

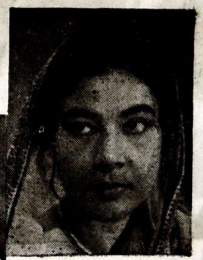
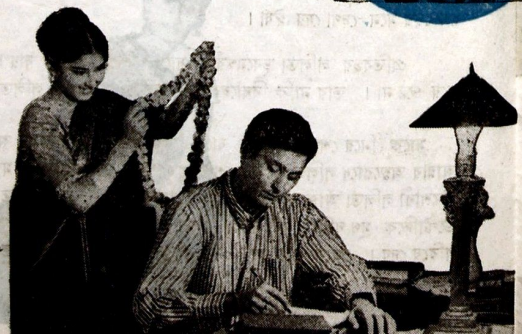

(৩)

লাজে রাঙা হোলো কনে বৌ গো,
মালা বদল হবে এ রাতে,
ও তোরা উলু দে রাঙা বর এল যে
টোপর মাথায় দিয়ে চতুর্দোলাতে।
শাঁখ বাজে সানাই বাজে ঘোমটা খোলে না
লজ্জাবতী কনে বৌয়ের নোলক দোলে না,
হাতের বাজু দোলেনা।
কনে বৌ ঘোমটা খোল ও দুটি নয়ন তোল
দেখে নে কে এলো ছাদনা তলাতে।
খাট দিলাম পাঁলং দিলাম সাত ভরি সোনা
রাই বাঘিনী ননদিগো খোঁটা দিওনা
কনে বৌ রূপসী রেখনা উপোসী
খেতে দিও তারে রূপার থালাতে।

(৪)

জাগো রাই কমলিনী নিশি যে পোহায়
শুকসারী ডেকে বলে ব্রজে নাই শ্যামরায়,
বাজেনা মোহন বেনু
চলে নাতো গোঠে ধেনু
অলি নাহি গুঞ্জরে কুঞ্জের লতিকায়,
বঁধু গেছে মথুরাতে
সুখ গেছে তারি সাথে
দেহ আছে এ গোকুলে
প্রাণ গেছে মথুরায়।

(৫)

সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া,
তুমি তো আমার রহিবে
বহিবারে যদি না পারি এ ভার
তুমি তো বন্ধু বহিবে,
কলুষ আমার, দীনতা আমার
তোমারে আঘাত করে শতবার,
আর কেহ যদি না পারে সহিতে
তুমি তো বন্ধু সহিবে।
যাক্ ছিঁড়ে যাক্ মোর ফুলমালা
থাক পড়ে থাক্ ভরা ফুলডালা
হবে না বিফল মোর ফুলতোলা
তুমি তো চরণে লইবে
দুঃখেরে আমি ডরিবনা আর
কণ্টক হোক কণ্ঠের হার,
জানি তুমি মোরে করিবে অমল
যতই অনলে দহিবে।

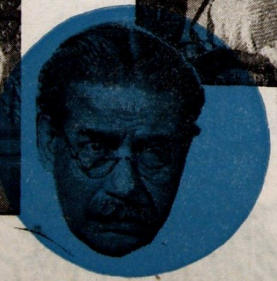

Story

Lalita was only eight years old when she lost her parents and came to live at Calcutta with her maternal uncle Gurucharan who was the father of five daughters and had to mortgage his paternal homestead to his wealthy neighbour Nabin Roy for the marriage of his elder daughters. Nabin's wife Bhubaneshwari took fancy on the girl and gradually the sweet and charming Lalita proved herself indispensible to this family. Young Shekhar took interest in coaching Lalita and in no time she became unavoidable in his personal and house-hold affairs.

Years rolled on. Lalita attained the age of fourteen years. She now finds everything sweet and beautiful including her Shekharda. She had a friend named Charu. Girin, a bright and broad minded wealthy young man who happens to be Charu's maternal uncle came to live with his sister. Lalita was introduced to Girin and very soon this amiable young man became a family friend of Gurucharan. He used to call Lalita for playing cards. Shekhar got scent of it and became restless. For the first time he felt that Lalita had crept into his life unnoticed.

Every year Bhubaneswari used to go out along with Shekhar and Lalita for climatic change. But this time it was revealed that she would not be able to accompany them as some negotiations were in progress for her marriage. Shekhar became uneasy and lost his mental peace.

On the previous evening of Shekhar's departure for change with his mother, Annakali, Gurucharan's youngest daughter came to Shekhar to invite him for her doll's marriage. Playfully Shekhar asked for a garland to Annakali. She gladly agreed and as she was busy with the ceremony she requested Lalita to go to Shekhar and hand over a garland. Lalita went to Shekhar and playfully put the garland on his neck from behind when Annakali was piping a conchshell for the marriage of her doll. It was a peculiar coincidence.

A matured young man Shekhar knew the implications. He took the garland from his neck and put it in Lalita's and said, "you have done your part and I am Completing the affair" Lalita was dumb and motionless.

But it was not possible for Shekhar to honour his sentiment as Gurucharan in the meantime embraced Brahmhanism. For the same reason Nabin Roy socially boycotted Gurucharan and Lalita's relation with Shekhar's house became Strained on the other hand Lalita took the incident of garland seriously and could now feel the inner joy of her heart.

Gurucharan with broken health went to Monghyr along with Girin where he died after sometime.

* * Shekhar returns from outside Every thing has changed. After the death of Gurucharan, Girin has become the guardian of the family. Disappointed Shekhar recollects that sweet incident. The garland has perhaps become dry now in Lalita's neck.

চিত্রলিপি ফিল্মসের

পরবর্তী ছবি

রবীন্দ্রনাথের

মালঞ্চ

কুড়ানির ভূমিকায় **নন্দিনী মালিয়া**

পরিচালনা **অজয় কর**

প্রযোজনা **অজয় কর ও বিমল দে**

চিত্রলিপি ফিল্মসের জন-সংযোগ
বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত